০২-১২-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন সত্যিকারের সত্সঙ্গে বসে আছো , তোমাদের সত্যখণ্ডে যাওয়ার রাস্তা সত্য বাবাই বলে দিচ্ছেন । "

প্রশ্ন :- কোন্ নিশ্চয়তার আধারে পবিত্র হওয়ার শান্তি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে ?

উত্তর :- যদি তোমরা নিশ্চিত হতে পারো যে এই মৃত্যুলোকে তোমাদের অন্তিম জন্ম চলছে । এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে । বাবার শ্রীমত হলো পবিত্র হও , তাহলেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । এই কথার নিশ্চয়তায় পবিত্র হওয়ার শক্তি খুব তাড়াতাড়ি এসে যায় ।

গীত :- অবশেষে ওই দিন আজ এলো .....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি -মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা এই গান শুনেছে । এই গান তোমাদের কাছে হীরে তুল্য আর যারা বানিয়েছে তাদের কাছে কড়ির তুল্য । ওরা তো কেবল তোতার মত এই গান গায়। কোনো অর্থই তারা বুঝতে পারে না । তোমরা এই অর্থ বুঝতে পারো । এখন সেই দিন এসেছে যখন কলিযুগ বদল হয়ে সত্যযুগ অথবা পতিত দুনিয়া বদল হয়ে পবিত্র দুনিয়া হবে । মানুষ ডাকতেও থাকে , হে পতিত পাবন এসো । পবিত্র দুনিয়ায় কেউ ডাকে না । তোমরা এই গানের অর্থ খুব ভালো করে জানো , দুনিয়ার অন্য লোকেরা কিন্তু জানে না । তোমরা জানো যে এই ভক্তি অর্ধেক কল্প চলে । যখন থেকে রাবণের রাজ্য শুরু হয় তখন থেকে এই ভক্তি শুরু হয়ে যায় । এই সিঁড়িতে আবার ধীরে ধীরে নামতে হয় । এই রহস্য বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে । এখন তোমরা জানো যে ,ভারতবাসী যারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলো তারাই ১৪ কলা হয় । অবশ্যই যারা ১৬ কলা হয়েছে তারাই আবার ১৪ কলা হবে । না হলে কারা হবে ! তোমরাই ১৬ কলা ছিলে আবার নতুন করে হচ্ছো , এরপর আবার কলা কম হতে থাকবে । এই দুনিয়ার কলাও কমতে থাকে । ঘরবাড়ীও প্রথমে সতোপ্রধান থাকে তারপর অবশ্যই তা তমোপ্রধান হতে হয় । তোমরা জানো যে সত্যযুগকে সতোপ্রধান দুনিয়া আর কলিযুগকে তমোপ্রধান দুনিয়া বলা হয় । সতোপ্রধানরাই তমোপ্রধান হয় কারণ তাদের ৮৪ জন্ম নিতে হয় । নতুন দুনিয়া ধীরে ধীরে পুরোনো দুনিয়া হয় তাই মানুষ নতুন দুনিয়া, নতুন রাজ্য চায় । নতুন দুনিয়ায় কার রাজ্য ছিলো - এও কেউ জানে না । তোমরা এই সত্সঙ্গ থেকে সবকিছু জানতে পারো । সত্যিকারের সত্সঙ্গ এইসময় এটাই , যার গায়ন ভক্তিমার্গে চলতে থাকে । তখন তো তোমরা বলবে এ পরম্পরা ধরে চলে আসছে । অথচ তোমরা জানো যে এই তোমাদের সত্যিকারের সত্সঙ্গ । বাকি আর যা কিছু আছে তা হলো মিথ্যা সঙ্গ । বাস্তবে এগুলো কোনো সত্সঙ্গই নয় । এর প্রভাবে মানুষ নামতেই থাকে । এ হলো সত্সঙ্গের সবথেকে বড় উত্সব । এ হলো এক সত্য বাবার সাথে সঙ্গ । বাকি অন্যদের সত্ বলাই হয় না । এ হলো মিথ্যা খণ্ড । মিথ্যা এই মায়া ....মিথ্যা এই শরীর .....প্রথম মিথ্যাই মানুষ ঈশ্বরের জন্য বলে যে ঈশ্বর হলো সর্বব্যাপী । আল্লা বা ঈশ্বরকেই মিথ্যা বানিয়ে দিয়েছে । তাই তোমাদের প্রথমে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । দুনিয়ার মানুষ তো বাবার উল্টো পরিচয় দিয়ে দেয় । মিথ্যা তো মিথ্যা , সত্যির এক সুতোও নেই । এ হলো জ্ঞানের কথা । এমন নয় যে জলকে জল বলা ভুল । এ হলো জ্ঞান আর অজ্ঞানের কথা । জ্ঞান এক জ্ঞানের সাগর বাবাই দেন । যাকে রুহানী জ্ঞান বলা হয় । সত্যযুগে কোনো মিথ্যা থাকে না । রাবণ এসেই সত্য খণ্ডকে মিথ্যায় পরিণত করে । বাবা বলেন - আমি

কখনোই সর্বব্যাপী নই । সত্যি কথা তো আমিই তোমাদের বলি । আমি এসেই তোমাদের সত্যের মার্গ (পথ) অর্থাত্ সত্য খণ্ডে যাওয়ার পথ বলে দিই । আমি হলাম উঁচুর থেকে উঁচু তোমাদের বাবা। আমি তোমাদের বর্সা বা সম্পত্তি দিতেই আসি । আমি তোমাদের বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসি। আমার নাম হলো হেভেনলি গড ফাদার । আমি তোমাদের হাতে স্বর্গ এনে দি । স্বর্গে স্বর্গবাসী দেবতাদের বাদশাহী থাকে । এখন তিনি তোমাদের স্বর্গবাসী বানাচ্ছেন । একমাত্র বাবাই সত্যি , তাই তিনি বলেন , কোনো খারাপ কথা শুনো না , কোনো খারাপ জিনিস দেখো না .....এই সমস্তকিছুই মৃত । এ সমস্তই কবরস্থান , একে দেখেও মনে স্থান দিও না । তোমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য যোগ্য হতে হবে । এই সময় সবাই পতিত । কেউই স্বর্গের যোগ্য নয় । বাবা বলেন যে তোমাদের রাবণ অযোগ্য বানিয়ে তুলেছে । বাবা এসে আবার অর্ধেক কল্পের জন্য তোমাদের যোগ্য বানিয়ে তোলেন । তাই তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে এরপর সব দায়িত্ব তাঁর । বাবা সমস্ত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর দায়িত্ব নিয়েছেন । তিনি যে মত দেবেন তা আগের কল্পের মতই দেবেন এতে তোমরা দ্বিধাগ্রস্থ হবে না । যা অতীতে হয়ে গেছে তা নাটকের নিয়ম অনুসারে হয়ে গেছে । এখানেই কথা শেষ । শ্রীমত যদি বলে এই কাজ করো , তবে সেটাই করা চাই । তাঁরই সমস্ত দায়িত্ব , তিনিই কর্মের দণ্ড দেন তাই তাঁর কথাই মানা চাই । তিনি বলেন গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকো । এই মৃত্যুলোকে এই আমাদের অন্তিম জন্ম । এই কথা যখন বুঝতে পারবে , তখন পবিত্র হতে পারবে । বাবা তখনই আসেন যখন পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয় । প্রথমে স্থাপনা তারপর বিনাশ অর্থ অর্থ সহিত লিখতে হবে । এমন নয় যে স্থাপনা , পালন এবং বিনাশ । এখন তোমরা জানো যে তোমরা এই পড়া করে উঁচু পদ পাবে । এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে গভীরভাবে ধারণ করা চাই । কোনো কোনো বাচ্চা আছে যারা খুব ভালো বুঝতে পারে কিন্তু বুদ্ধিতে গভীর সুখের অনুভূতি করতে পারে না কারণ তারা তোতার মতো এই জ্ঞান আওড়াতে থাকে কিন্তু বুদ্ধিতে ধারণ করে না । তোমাদের বুদ্ধিতে এই ধারণা গভীরভাবে থাকা চাই । তোমরা জানো যে এই যে শাস্ত্রের কথা তোমাদের বোঝানো হয় , তা সবই ভক্তিমার্গের জন্য , এখন তোমরা বিচার করো যে সত্য কোনটা । প্রকৃত সত্য - নারায়ণের কথা একবারই বাবা তোমাদের শোনান । বাবা কখনোই মিথ্যা বলতেই পারে না । বাবাই সত্য ভূমির স্থাপনা করেন । তিনি সত্য কথাই শোনান , এতে কোনো মিথ্যা থাকেই না । বাচ্চাদের এই নিশ্চয়তা থাকা দরকার যে আমরা কার সাথে বসে আছি । বাবা আমাদের তাঁর সাথে যোগ লাগাতে শেখান । তিনিই আমাদের সত্যিকারের অমর কথা বা সত্য নারায়ণের কথা শোনাচ্ছেন, যার দ্বারা আমরা নর থেকে নারায়ণ হতে পারি । এরই গায়ন ভক্তিমার্গে চলে । এই কথা বুদ্ধিতে রাখা চাই । আমাদের কোনো মানুষই পড়ান না । আমাদের আত্মাদের রুহানী বাবা এসে পড়ান । শিববাবা , যিনি আমাদের রুহানী আত্মাদের বাবা, তিনি এসেই আমাদের পড়ান । আমরা এখন শিববাবার সামনে বসে আছি । মধুবনে এলে তোমাদের নেশা চড়তে থাকে । তোমরা এখানে ফ্রেশ হয়ে যাও , তোমরা যদি বুঝতে পারো তাহলে এখানে অল্প সময় এলেও তোমরা ফ্রেশ হতে পারো । বাইরে তো তোমাদের অনেক জাগতিক কাজকর্ম থাকে । বাবা বলেন - হে আত্মারা , বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন । বাবা হলেন নিরাকার , তাঁকে কেউই জানে না । না মানুষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শংকরকে জানে । ছবি তো সকলের কাছেই আছে । কাগজের ছবি দেখে কেউ কেউ আবার ছিঁড়ে ফেলে । আবার কাউকে দেখো , কত দূরে দূরে গিয়ে পুজোও করে । ছবি তো তোমাদের ঘরেও আছে । তাহলে এতোদূরে গিয়ে ঘুরে কি লাভ ? এখন তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান পেয়েছো তাই ওইসব এখন তোমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয় । কৃষ্ণ তো এখানে শ্যাম এবং সুন্দর এইভাবে পাথরের তৈরী হতেই পারে । তাহলে জগন্নাথ পুরীতে যাবার কি প্রয়োজন । এই কথাও তোমরা জানো যে

কৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর কেন বলা হয় ? আত্মা তমোপ্রধান হওয়ার ফলে কালো হয়ে যায় । আবার এই আত্মাই পবিত্র হওয়ার ফলে সুন্দর রূপ ধারণ করে । এই ভারতে একদিন স্বর্ণ যুগ ছিলো । ৫ তত্বেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছিলো । শরীরও তেমন সুন্দর তৈরী হতো । এখন এই ৫ তত্ব তমোপ্রধান হওয়ার কারণে শরীরও সুন্দরতা হারিয়েছে, কেউ কালো , কেউ কেউ আবার প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছে , একেই নরক বলা হয় । এখানে মায়ার মারাত্মক প্রভাব আছে । বিলেতে এমনই বাতি আছে যার কেবলমাত্র আলোই দেখা যায় , বাতি দেখা যায় না । ওই যুগেও এমনই আলো থাকবে । বিমান ইত্যাদি তো ওখানেও থাকবে । বিজ্ঞানের ঔদ্ধত্য তো এখানেই থাকবে । এই এরোপ্লেন ইত্যাদি ওখানেও তৈরী হবে। তোমরা যতো নতুন যুগের কাছাকাছি আসবে ততই তোমাদের সাক্ষাত্কার হবে । বিদ্যুতের কারিগররা এসেও এই জ্ঞান নেবে । অল্প জ্ঞান নিলেও প্রজাতে চলে আসবে । জ্ঞান যদি সাথে রাখো তাহলে অন্তিমে যে মতি হবে সেই গতি প্রাপ্ত করবে । হ্যাঁ তারা তোমাদের মতো কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে না । বাকি আত্মা তো তার জ্ঞান নিয়েই যাবে । তোমরা টেলিভিশনে দূর থেকে বসে সব দেখবে । দিন প্রতিদিন ভ্রমণ করা মুশকিল হয়ে পড়বে । এই দুনিয়ায় কতো জিনিস আবিষ্কার হয়েছে । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আনেক আসবে । বন্যা ইত্যাদিও হবে । সমুদ্রেও উথাল পাথাল আসবে । মানুষ সমুদ্র থেকে হারানো জমি উদ্ধার করবে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো এই দুনিয়ায় কি কি আছে আর নতুন দুনিয়ায় কি কি হবে । তখন কেবল ভারত খণ্ডই থাকবে । তাও খুব ছোটো হবে । বাকি সবাই পরমধামে চলে যাবে । বাকি সময় আর কত আছে ? এইসব কিছুই থাকবে না । তোমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছো । তোমরা এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ আগে থেকেই জানো । এই খারাপ দুনিয়ায় তোমরা আর খুব অল্প সময় রয়েছো । তারপর তোমরা তোমাদের নতুন দুনিয়ায় চলে যাবে । এই কথা স্মরণ করলেও তোমরা খুশীতে থাকতে পারবে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এই সবই শেষ হয়ে যাবে । এই এতো ভূখণ্ড থাকবে না । শুধুমাত্র ভারত ভূখণ্ডই থাকবে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কাজকর্ম করলেও বুদ্ধিতে বাবাকে স্মরণে রেখো । তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হবার কোর্স করতে হবে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে চাকরী করেও বাবা এবং চক্রকে স্মরণ করো । একান্তে থেকে বিচার সাগর মন্থন করো । প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে তাতে সারা দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । সত্যযুগে খুব অল্প মানুষই থাকবে । ওখানে ক্যানেলের কোনো দরকার নেই । এখানে তো কতো ক্যানেল খোঁড়া হয় । নদী তো অনাদি । সত্যযুগে যমুনার তীর থাকবে , সেখানে মিষ্টি জলের উপর মহল তৈরী হবে । এই বোম্বে শহর থাকবে না । কেউই একে নতুন বোম্বে বলবে না । তোমাদের প্রত্যেক বাচ্চাকে বুঝতে হবে যে আমরা এই স্বর্গের জন্য রাজত্ব স্থাপন করছি , এই নরক আর থাকবে না । রাবণের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে । রাম রাজত্ব স্থাপন হয়ে যাবে । এই তমোপ্রধান পৃথিবীর ওপর দেবতারা পা ধারণের অবস্থায় থাকবে না । যখন এই পৃথিবীর পরিবর্তন হবে তখনই দেবতারা এখানে থাকতে পারবে তাই লক্ষ্মীকে যখন ডাকা হয় তখন সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। লক্ষ্মীর আহ্বান করা হয় , তাঁর ছবি রাখা হয় । কিন্তু তাঁর কাজ সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না । তাই তাদের প্রতিমা পূজারী বলা হয় । পাথরের মূর্তিকে তারা ভগবান বলে দেয় । এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো । পরমাত্মাই এই কথা তোমাদের বসে বোঝান । আত্মা কিন্তু আত্মাদের বোঝাতে পারে না । আত্মা কিভাবে এবং কি কি ভূমিকায় অভিনয় করে তাও তোমরা এখন বোঝাতে পারো । বাবা এসেই তোমাদের বোঝান যে আত্মা কি জিনিস । মানুষ আত্মা কেও জানতো না , পরমাত্মাকেও জানতো না । তাহলে তারা তাদের কি বলবে ? মানুষ হলেও চালচলন পশুর তুল্য হয়ে যায় । এখন তোমরা কিন্তু জ্ঞান পেয়েছো । সিঁড়ির ছবি দেখিয়ে কাউকে বোঝানো খুবই সহজ । তাও খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে । আমরা ভারতবাসীরা যারা দেবী দেবতা ধর্মের

ছিলাম, তাঁরা কিভাবে সতোপ্রধান হয়েছিলাম তারপরে কিভাবে সতো , রজো এবং তমোতে এসেছি । এইসব কথা ধারণ করলেই বিচার সাগর মন্থন চলবে । ধারণা না হলে বিচার সাগর মন্থন হবে না। শুনবে , তারপরেই নিজের কাজে লেগে যাবে । বিচার সাগর মন্থন করার সময়ই নেই । নাহলে তোমাদের বাচ্চাদের রোজ পড়তে হবে আর তার ওপর বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । মুরলী তো যে কোনো জায়গাতেই তোমরা পেতে পারো । বিশাল বুদ্ধি থাকলে এই পয়েন্টকে বুঝতে পারবে । বাবা রোজই বুঝিয়ে বলেন । কাউকে বোঝানোর জন্য তো আনেক পয়েন্টই আছে । গঙ্গার পারে গিয়েও তোমরা বোঝাতে পারো । সবার সদ্গতিদাতা কি বাবা নাকি গঙ্গার জল । তোমরা কেন অকারণে পয়সা নষ্ট করো । যদি গঙ্গা স্নান করলেও পবিত্র হতে পারো তাহলে গঙ্গাতেই বসে যাও । সেখান থেকে বাইরে কেন বের হও । বাবা বলেন প্রতি শ্বাসে আমাকে স্মরণ করো । এ হলো যোগ অগ্নি। যোগ হলো স্মরণ । এ কথাও অনেক করে বোঝাতে হবে । তবে কেউ যদি সতোপ্রধান বুদ্ধি হয় সে সহজেই বুঝে যাবে । আবার কেউ কেউ রজো বা তমো বুদ্ধির অধিকারীও হয় । এখানে ক্লাসে পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে কিন্তু বসানো হয় না । তা হলে তো হার্টফেল হয়ে যাবে । এই নাটকের নিয়ম অনুসারে রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । তারপর সত্যযুগে বাবা তো পড়াবেই না । বাবার পড়ানোর এই একটাই সময় কিন্তু ভক্তিমার্গে মিথ্যা কথা বলা হয় । এটাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে ৮৪ জন্ম নেয় তাঁর কথাই গীতাতে লিখে দিয়েছে, আর যিনি পুনর্জন্ম রহিত তাঁর নামই নেই । তাহলে এতো ১০০ শতাংশ মিথ্যা কথা হয়ে গেলো । বাচ্চাদের কিন্তু অনেকের কল্যাণ করতে হবে । তোমাদের সবকিছুই গুপ্ত । এখানে তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা নিজেদের জন্য স্বর্গের সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করছো । এই কথাও কারোর বুদ্ধিতেই আসে না । তোমরাই ভুলে যাও তাহলে অন্যরা কি করে জানবে ? তোমরা যদি এই কথা না ভোলো তাহলে সবসময় খুশীতে থাকবে ।এইকথা ভুললেই তোমরা হোঁচট খাও । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি -- হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপ -দাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পরম সুখের অনুভব করার জন্য বাবা যা পড়াচ্ছেন সেই পড়া মাথায় ধারণ করতে হবে । সবসময় বিচার সাগর মন্থন করতে হবে ।

২) এই কবরস্থানকে দেখেও দেখো না। কোনো বাজে কথা বলবে না , কোনো বাজে জিনিস দেখবে না .....। তোমাদের নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত হতে হবে ।

বরদান :-- নলেজফুল (জ্ঞানী), পাওয়ারফুল (শক্তিমান) এবং লাভফুল (ভালোবাসায় সমৃদ্ধ) স্বরূপের দ্বারা প্রতিটি কর্মে সিদ্ধি প্রাপ্ত করে সিদ্ধি - স্বরূপ হও ।

যখন বাণীর দ্বারা মানুষের সেবা করো তখন তোমাদের মন যেন শক্তিশালী হয় । নিজের মনের দ্বারা অন্যের মনকে পরিবর্তন করো , অর্থাত্ মন দ্বারা অন্যের মনকে নিয়ন্ত্রণ করো , আর বাণীর দ্বারা জ্ঞানের লাইট ও মাইট (আলো এবং শক্তি) দিয়ে অন্যকে নলেজফুল (জ্ঞানী) বানাও আর

কর্ম অর্থাত্ সম্পর্ক বা নিজের সুন্দর ব্যবহারের দ্বারা তাদের সত্যিকারের পরিবারের অনুভব করাও। এইভাবে যখন তিন স্বরূপে থেকে প্রতিটি কর্ম করবে তখন স্বতঃতই সিদ্ধি স্বরূপ হতে পারবে ।

স্লোগান :- নিজের কাছে শুদ্ধ সংকল্পের শক্তি জমা করো তাহলে এই শক্তি সেফটির উপকরণ হয়ে যাবে ।